সমকাল

টানা চতুর্থবার প্রথম

■ বরিশাল ব্যুরো

২০১০ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা শুরু হয়। প্রথম বছরই দেশের সব শিক্ষা বোর্ডকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অর্জন করে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। তারপর অনুষ্ঠিত হলো আরও ৩টি জেএসসি পরীক্ষা। প্রতিবারই বরিশাল সারাদেশে প্রথম। ২০১৩ সালের জেএসসি পরীক্ষায়ও বরিশাল বোর্ড সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করে। এ নিয়ে টানা ৪ বার সারাদেশে প্রথম হয়ে বরিশাল বোর্ড অবিস্মরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। একই সঙ্গে প্রতি বছরই পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ আলমগীর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

২০১০ সালে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। ওই বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৪৭৮ জন। ২০১১ সালে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ১ হাজার ৮৮৬ জন। ২০১২ সালে ৯৩ দশমিক ৮০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে। ওই বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ১৭২ জন।

২০১৩ সালে আগের ৩টি পরীক্ষায় পাসের হার অতিক্রম করেছে বরিশাল বোর্ড। এবার পাসের হার হচ্ছে ৯৬ দশমিক ৬০ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছে ১০ হাজার ৭৬৩ জন। তাদের মধ্যে ছেলে ৪ হাজার ৪০৭ এবং মেয়ে হচ্ছে ৬ হাজার ৩৫৬ জন। এ বোর্ড থেকে মোট ৮৫ হাজার ৬৭৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৮২ হাজার ৭৯২ জন। ৪১ হাজার ৫৬৮ ছেলে পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪০ হাজার ৫২ জন। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ। ৪৪ হাজার ১০৭ মেয়ে পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪২ হাজার ১৭০ জন। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

শীর্ষে বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয় : সবচেয়ে ভালো ফল করেছে বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। ২৮৫ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ২৮৩ জন। গত বছর দ্বিতীয় স্থানে ছিল এ বিদ্যালয়। গত ৩টি পরীক্ষায় বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। এবার ওই প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে। তৃতীয় স্থানে বরিশাল জিলা স্কুল। এ স্কুলের ২৭২ পরীক্ষার্থীর

বরিশাল বোর্ড

সবাই পাস করেছে। জিপিএ ৫ পেয়েছে ২০০ জন। বোর্ডের সেরা ২০-এ স্থান পাওয়া অন্য স্কুলগুলো হচ্ছে চতুর্থ ভোলার দালমোহন উপজেলার মা হামিম রেসিডেনসিয়াল একাডেমি, পঞ্চম পটুয়াখালী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ষষ্ঠ বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার তাছলিমা মেমোরিয়াল একাডেমি, সপ্তম পটুয়াখালী সরকারি জুবলী হাইস্কুল, অষ্টম ভোলা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, নবম ভোলার ধনীগোড়নপর, দশম বরগুনার আমতলী উপজেলার চুনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একাদশ বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার মহেষপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বাদশ ভোলার চরফ্যাশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ত্রয়োদশ ভোলা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চতুর্দশ বরগুনার আমতলী উপজেলার মফিজউদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়, পঞ্চদশ ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার নলছিটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ষষ্ঠদশ বরগুনার আমতলী উপজেলার একে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সপ্তদশ ভোলার লালমোহন উপজেলার লালমোহন বালিকা বিদ্যালয়, আঠারোতম ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার টি বায়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উনিশতম বরগুনার আমতলী উপজেলার গাজীপুর বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশতম স্থান বরিশাল নগরীর উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বোর্ডে সেরা : বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৬ জেলার মধ্যে পাসের হারে গতবারের মতো এবারও শীর্ষস্থান বহাল রেখেছে বরিশাল জেলা। এ জেলার ৪৩৪টি স্কুল থেকে ২৯ হাজার ৪৬১ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ২৮ হাজার ৬৪৫ জন। পাসের হার ৯৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। জেলায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ হাজার ১৯১ জন। দ্বিতীয় বরগুনা জেলায় পাসের হার ৯৭ দশমিক ১ শতাংশ। তৃতীয় ভোলা জেলায় পাসের হার ৯৬ দশমিক ৮০ শতাংশ। চতুর্থ পিরোজপুর জেলায় পাসের হার ৯৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ৫ম পটুয়াখালী জেলার পাসের হার ৯৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ঝালকাঠি জেলা।

মেয়েদের সাফল্য : বোর্ডে মেয়েদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত বছরগুলোর মতো ২০১৩ সালের ফলেও সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ২ হাজার ৫৩৯ জন বেশি। এ বছর ছেলেদের পাসের হার ৯৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ। মেয়েদের ৯৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ছেলেরা জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪০৭ জন। মেয়েরা পেয়েছে ৬ হাজার ৩৫৬ জন।